খবরে প্রতিবাদ

www.khabarepratibad.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 79 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 20 February, 2026 ● ৭ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোনঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্যঃ ৩টাকা ● Page 4

এআই সামিটে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রীর উপস্থিতি তে আয়োজিত হয়েছে এআই সামিট। সেই সামিটে যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ পেয়েছেন রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। ১৯শে ফেব্রুয়ারী সামিটের উদ্বোধন হয়েছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী আয়োজিত ডিনারেও আমন্ত্রিত ছিলেন উনি। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের টেবিল ছিল। তাতে বাছাই ক্রমে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার নাম ও তালিকা ভুক্ত ছিল। সেই মোতাবেক উনি সামিটে যোগ দিয়েছেন। সামিটে এআই এর উপর বিভিন্ন আলোচনা হয় এবং অবশ্যই এআই বিশেষজ্ঞ দের নিয়েই এই সামিটের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান উনি। এআই এর কার্যকারিতা ও ব্যবহার নিয়ে জনমুখী সরকারের নানা পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী দিনে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরেও কিভাবে এআই কে কাজে লাগানো যায় সেই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে সরকার। বাজেট এ ও এবার এআই এর উল্লেখ রয়েছে। গোটা বিশ্বের নানা প্রতিনিধিরা এই সামিটে উপস্থিত ছিলেন। সবার উপস্থিতি থেকে একটা বিষয় বোঝা যায় যে এআই কে ঘিরে একটি দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম আগামী দিনে তৈরি হতে চলেছে, এমনই প্রত্যাশা ব্যাক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। এছারাও ২০শে ফেব্রুয়ারী রাজ্যে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের আগমন নিয়ে উনি বলেন, মুলত স্থানীয় এবং হিন্দি ভাষার সম্প্রসার করার বিষয় নিয়ে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল এর বিভিন্ন প্রতিনিধি ও আধিকারিক সমেত একটি এসেম্বলি আয়োজিত হতে যাচ্ছে। তার জন্যেই ত্রিপুরা কে বাছাই করা হয়েছে। মুলত এর জন্যেই রাজ্যে আসছেন গৃহ মন্ত্রী। সমস্ত অতিথি দের জন্যে ইতিমধ্যেই সমস্ত অতিথি শালায় রুম বুকিং হয়ে গেছে বলে জানান উনি। এছারা হিন্দি ভাষার গুরুত্ব নিয়ে উনি বলেন , হিন্দি এমন একটি ভাষা যা নিজের ভাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একটি অতি সহজ ভাষা এবং রাজ্যের ও অধিকাংশ মানুষ হিন্দি ভাষা বলতে পারেন। আগামী দিনে একে কিভাবে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলে গোটা দেশ কে এক জুট করা যায় সেই প্রয়াশই চালাচ্ছে সরকার, জানালেন ডঃ মানিক সাহা।

একেবারে শেষ মুহূর্তে অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। তিন দফা দাবী নিয়ে বারংবার

উপজাতি কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সাথে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছে অপূর্ণ থাকার দরুন ক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলনের পথে হাটছিলেন ত্রিপুরা গেরিলা বিটার্নিজ ডিমান্ড কমিটি। বৃহস্পতিবার দুপুরে ও উনাদের ডাকা হয়েছিল, বলা হয়েছিল মন্ত্রী মহোদয় উনাদের সাথে বসে আলোচনা করবেন। কিন্তু মন্ত্রী ও দপ্তরের ডাইরেক্টর উভয়ের অনুপস্থিতির ফলে আবারো হতাশা নিয়েই বাড়ি ফেরেন তারা। আর তখনি ২০শে ফেব্রুয়ারী আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করার ঘোষণা দেন সংগঠনের সদস্যরা। কিন্তু রাত ৯টার মধ্যেই তাদের এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। নিজ সরকারি বাস ভবনে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেন মন্ত্রী এবং তাদের তিন দফা দাবী পুরন করার আশ্বাস দেন। ফলে পরবর্তী সময় অবরোধ এর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন তারা। এদিকে শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে অবরোধ হবার কথা থাকায় বৃহস্পতিবার রাত থেকেই বড়মুড়া স্থিত চন্দ্র সাধু পাড়ায় সম্মিলিত হতে থাকেন আত্মসমর্পণকারী বৈরি সহ তাদের পরিবারের লোকজন। যদিও অবরোধ প্রত্যাহারের বিষয়টি জানার পর ফিরে যান তারাও।

জলপরীর শো - মনোরঞ্জনের নামে অশালীনতা নয় তো ?

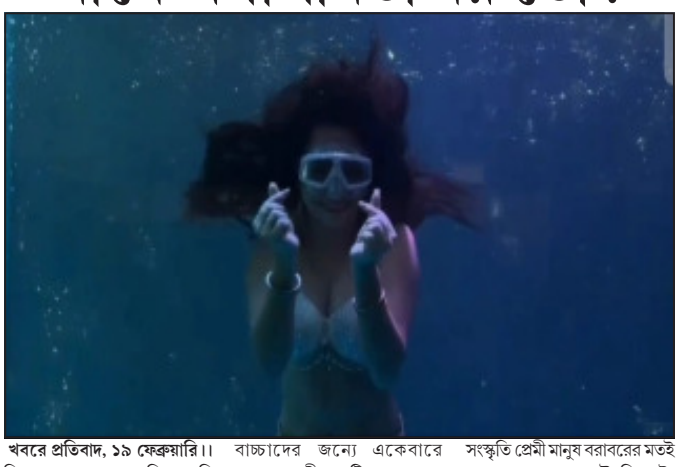

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। বিগত ৮ বছরে এ রাজ্য কি দেখেনি ? যা কিছু অপ্রত্যাশিত তার প্রায় সমস্তটাই দেখা হয়ে গেছে। আর যে টুকু বাকি ছিল সেটাও ধীরে ধীরে পুরন হচ্ছে। তারই মধ্যে একটি হচ্ছে জলপরী বা মারমেইড শো। তথাকথিত মনোরঞ্জন এর উদ্দেশ্যে আয়োজিত ওশিয়ান ওয়ার্ল কার্নিভাল কাম ট্রেড এক্সপো তে ত্রিপুরা বাসীর জন্যে নিত্য নতুন এবং এক্সক্লুসিভ চমক হিসেবে রাখা হয়েছে মারমেইড শো। এছারা কাচের গ্লাস বন্দি ওয়াটার টানেলের ভেতরে ৪৫ টি ভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৫০ হাজার সামুদ্রিক মাছ রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তার দাবী এটি সার্বিক ভাবে একটি শিক্ষণীয় আয়োজন। বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের জন্যে একেবারে সময়ুপযোগী একটি আয়োজন। তবে এখানেই শেষ নয়, কাচের গ্লাস বন্দি টানেলের ভেতরে আছেন দুজন নারী, মৎস্য কন্যা রুপে যারা জলে সাতার কাটছেন, সামায়িক নৃত্য করছেন আবার একটু বাদে বাদে দর্শকদের একটা দুটো ফ্লায়িং কিস দিচ্ছেন। আর ছোট্ট শিশু থেকে বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মোবাইল ফোনের ক্যামেরা বন্দী করছেন মৎস্য কন্যাদের এই সুন্দর প্রদর্শনী। উৎসাহ উদ্দীপনার বিষয় ও বটে। এধরণের এক্সক্লুসিভ ছবি এ রাজ্যে বিরল। কারণ ত্রিপুরার কালচারে এর কোনো অস্তিত্ব মেলেনা। তবে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এখন সবই গ্রহন যোগ্য হয়ে উঠছে। কিন্তু, সবার কাছে নয়। সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ বরাবরের মতই প্রশ্ন তুলছেন আদৌ কি এটা মনোরঞ্জন নাকি অভিনব কায়দায় অশালীনতা ? বছর ৬ এর নীচের বাচ্চা কিংবা উঠতি বয়সের একটি যুবক — এই মারমেইড শো কিভাবে তাদের কাছে শিক্ষণীয়? একাধারে শালীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা রাজ্য সরকারেরই এক প্রাক্তন জনসেত্রী। এদিকে সেই সরকারের অনুমতি ক্রমেই আস্তাবলের মত একটি ঐতিহ্যবাহী ময়দানে এহেন আয়োজন — দ্বিচারিতা নয় কি ? মূল প্রসঙ্গ একটাই, এধরণের একটি আয়োজন কোথাও কোনভাবে রাজ্যের শিশু থেকে যুবা দের কিংবা কর্মজীবী দের আর্থিক সামাজিক কিংবা শিক্ষার দিক থেকে সমৃদ্ধ করে কি ? আরেকটু বিবেক দিয়ে ভাব্রে হয়তো উত্তর টা একেবারে স্পষ্ট।

ভুয়ো মোবাইল স্কিমে প্রতারণা, সর্বস্ব হারাল যুবক

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর বিধানসভার ২৬ কার্ড এলাকার এক যুবক ভুয়ো মোবাইল ফোন স্কিমের ফাঁদে পড়ে প্রতারিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রতারকদের প্রলোভনে পড়ে নিজের কষ্টার্জিত টাকা খুইয়েছেন ওই যুবক। অভিযোগ অনুযায়ী, বিকাশ দেবনাথ নামে এক যুবককে একাধিকবার ফোন করে কম বাজারদরের অজুহাতে একটি রেডমি স্মার্টফোন দেওয়ার প্রস্তাব দেয় প্রতারকরা। বাজারে যার দাম ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা, সেই মোবাইল মাত্র ৪ হাজার ৬০০ টাকায় দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। শর্ত ছিল, স্থানীয় পোস্ট অফিসে পার্সেল পৌঁছালে টাকা দিতে হবে। বুধবার দুপুরে মধুপুর পোস্ট অফিসে একটি পার্সেল পৌঁছায়। আশায় বুক বেঁধে বিকাশ দাস সেখানে গিয়ে ৪ হাজার ৬০০ টাকা পরিশোধ করেন। কিন্তু পার্সেল খুলতেই নেমে আসে চরম হতাশা। মোবাইল ফোনের বদলে ভেতরে পাওয়া যায় দুটি পুরনো বেল্ট ও একটি ভাঙা হাতঘড়ি, যার আনুমানিক মূল্য ২০০ টাকার বেশি নয়। ভুক্তভোগীর অভিযোগ, ৬৯৭০৬৮১৫২৩ নম্বর থেকে তাকে বারবার ফোন করে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। পার্সেলের প্যাকেটে আমাজন লেখা থাকায় তিনি বিষয়টিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। এই ঘটনায় বিকাশ দাস মধুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত মোবাইল নম্বর ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। যেহেতু টাকা পোস্ট অফিসে জমা হয়ে গেছে, তাই টাকা ফেরত পাওয়া নিয়ে তিনি আশঙ্কায় রয়েছেন। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের সদস্য বিকাশ দাস প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে প্রতারকরা আবার ফোন করে জানায়, বিকেল ৩টার মধ্যে তার বাড়িতে 'আসল মোবাইল' পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে এই কথাকেও তিনি আর বিশ্বাস করছেন না। এলাকাবাসীদের দাবি, এর আগেও এমন একাধিক প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে। কখনও রিফান্ড, কখনও নতুন ডেলিভারির আশ্বাস দিয়ে সাধারণ মানুষকে ঠকানো হচ্ছে। দ্রুত কড়া পদক্ষেপ না নিলে এ ধরনের প্রতারণা আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্থানীয়রা।

মণ্ডলের নির্দেশ ক্রমে বুথ সভাপতির দাদাগিরি, আক্রান্ত পরিবার

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। আসলেই কি তবে রাজ্যে চলছে মণ্ডল রাজত্ব ? মণ্ডল নেতারাই ঠিক করছেন কখন কার বাড়িতে হামলা চালানো হবে, কার জমি দখল করা হবে, আর কাকে কখন মারধর করা হবে? লঙ্কামুড়া বিন পাড়ায় ঘটে যাওয়া এক সন্ত্রাসি ঘটনা, এবার এমনি ইঙ্গিত বহন করছে। বুধবার রাতে আচমকা ঐ এলাকার বুথ সভাপতি তপন দত্তের নেতৃত্বে শতাধিক দুর্বৃত্ত সঙ্গবদ্ধ ভাবে বিন পারায় এক বাড়িতে জোরপূর্বক ঢুকে বারির সীমানার বেরা কেটে বারির লোকেদের উপর প্রান ঘাতি হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আক্রান্ত পরিবার। উদ্দেশ্য , রাস্তা নাকি প্রশস্ত করতে হবে। সে কারনে জোরপূর্বক এক ব্যক্তির জুতের জমি কে দখল নিয়ে রাস্তার কাজ করাতেই এই প্রচেষ্টা। আর এই গোটা ঘটনা নাকি পরিচালিত হয়েছে মণ্ডল এর নির্দেশে এমনটাই অভিযোগ আক্রান্ত পরিবারের। অভিযোগ তপন দত্ত নাকি বিজেপি দলের প্রভাব খাটিয়ে প্রতিনিয়তই এলাকায় নিজের খমতার অপব্যবহার করে চলেছে। একই ভাবে নিজের সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এদিন সে দা লাঠি সহ ধারালো অস্ত্র সমেত হামলা চালায়। এক যুবক কে গলা টিপে মারার অব্দি চেষ্টা করে। সুধু তাই নয়, মহিলারা তাদের এই তাণ্ডব দেখে প্রতিবাদ করতে গেলে তপন দত্ত মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা অব্দি করেছে বলে অভিযোগ। তাদের এই ত্রাস এর বিরোধিতা করলে নাকি তারা হুমকির শুরে বলে বিজেপি দল আছে এ রাজ্যে। তাই তাদ্দের কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। এই সমস্ত ঘটনা ঘটে যাবার পর আক্রান্তরা পশ্চিম মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়ে বিষয়টি জানান। পুলিশ ও নাকি যায় ঘটনা স্থলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে পুলিশ নাকি তাদের কেই পাল্টা শাসন করতে শুরু করে দেয়। পুলিশ কি আদৌ মানুষের জন্যে নাকি ক্ষমতাশালী শাসক দল নামধারি দুর্বৃত্তদের জন্যে --- সেটাই প্রশ্ন তুলেছেন এদিন আক্রান্তরা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এত বর ঘটনার পরেও পুলিশের কোন ভূমিকা নেই কেন? মণ্ডল রাজত্বের ভয়? এ জন্যেই কি বিরোধীরা বলেন যে এই রাজ্যে মণ্ডল রাজ চলছে? সরকার নয়, রাজ্য চালাচ্ছে মণ্ডল নেতারাই? ঘটনার তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় এনে সাজা দেবে কি ডঃ মানিক সাহার পুলিশ ? তাকিয়ে জনগন।

অনলাইনে মোবাইল ক্রয় করে প্রতারনার শিকার গ্রাহক

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। আবারো প্রতারক চক্রের খপ্পরে পড়লেন এক ব্যক্তি। নাম বিকাশ দাস, বাড়ি কমলাসাগর এলাকায়। নিজের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে একটি মোবাইল ক্রয় করতে গিয়েই প্রতারনার শিকার হয়েছেন উনি। বেশ কিছুদিন জাবত ৬৯৭০৬৮১৫২৩ নম্বর ঠেকে উনার কাছে ফোন আসে, যেখানে এক ব্যক্তি উনাকে একটি ১০-১২ হাজার টাকা দামের মোবাইল ফোন মাত্র ৪৬০০ টাকায় বিক্রি করার অফার দেন। উনিও তাতে রাজি হয়ে যান। ভাবেন কিছুটা কম দামে মোবাইল টি পেয়ে গেলে উনারই হয়তো লাভ। তাই উনি অনলাইনে ফোন টি অর্ডার করেন। পার্সেল টি ডেলিভারি হলে উনি ৪৫০০ টাকা দিয়েও দেন। কিন্তু পার্সেল খুলে দেখেন তাতে নেই কোনও মবাইল তার বদলে রয়েছে একটি বেল্ট ও নষ্ট ঘড়ি। তাছাড়া যে প্যাকেটে করে পার্সেল পাঠিয়েছে সেই পার্সেলের প্যাকেটের গায়ে লেখা রয়েছে খদ্দখীদ্রদ্র। সুতরাং বিকাশ দাস এমাজন কিংবা রেডমি কোম্পানির বিরুদ্ধে মোবাইল নম্বর দিয়ে মামলা করছেন মধুপুর থানায়। এখন দেখার বিষয়, সেই অসহায় যুবক তার শখের মোবাইল কিংবা টাকা ফেরত পায় কিনা।

সাংবাদিকের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ এই সরকার ও

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। বিধায়ক রাম প্রসাদ পাল এবং বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মাকে গ্রেফতারের দাবীতে মাঠে নামলো এবার ঊনকোটি জেলার সাংবাদিকরা। রীতিমতো প্রকাশ্য রাজপথে দুই বিধায়ককে গ্রেফতাতের জন্য স্লোগান দেয় তারা। ঊনিশ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দুপুরে ঊনকোটি জেলা মিডিয়া ফোরামের পক্ষ থেকে রাজ্যের পুলিশ মহা নির্দেশকের উদ্দেশ্যে জেলার পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। রীতিমতো দুই অভিযুক্ত বিধায়ককে গ্রেফতার করার দাবীতে ফ্ল্যাক্স নিয়ে মিছিল করে জেলা পুলিশ সুপারের অফিসের ভিতরে প্রবেশ করে। তাছাড়া পুলিশ অভিযুক্ত দুই বিধায়ক রাম প্রসাদ পাল এবং রঞ্জিত দেববর্মাকে আজ অব্দি জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা গ্রেফতার করেনি। পুলিশের এই ভুমিকায় ঊনকোটি জেলা মিডিয়া ফোরামের সদস্যরা তথা ঊনকোটি জেলার ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন এবং অতিসত্বর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, সাংবাদিক দের রাজধানীর বুকে গণ অবস্থান এবং তার পরেই রাজ্যের এক বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা সংবাদ পত্রিকার সম্পাদকের বাড়ির সামনে গিয়ে সূর্যমণি নগর বিধানসভা কেন্দ্রের জনগণের হুংকার ও পরক্ষনে বিধায়ক তথা উপাধ্যক্ষ রাম প্রসাদ পালের উত্তেজনা মূলক সাংবাদিক বিরোধী বার্তা প্রেরণ কে কেন্দ্র করে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের একটা বিরাট অংশ। যদিও এক্ষেত্রে ঘটনার গাম্ভীর্য এবং সূত্রপাত নিছক সকলের কাছে আজো কিছুটা অস্পষ্ট। বিতর্কিত ইস্যু হিসেবে একে সাংবাদিক বিরোধী নয় বরং দুজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত রেশ বলেও একাংশ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে যাই হোক, একজন বরিষ্ঠ সম্পাদক কে হুমকি ধমকি দেওয়া কোনো ভাবেই যে একজন সরকারি পদাধিকারি ব্যক্তির জন্যে সৌজন্যমূলক নয় সেটা অনস্বীকার্য। উনি প্রয়োজন বোধ হলে আইনের দ্বারস্থ হতে পারতেন। আইন হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার নিশ্চিত উনার ও নেই। এই অবস্থায় সাংবাদিক দের আন্দোলন বরাবরই জারি থাকছে অভিযুক্ত উপাধ্যক্ষ ও অপর বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার বিরুদ্ধে। তবে এক্ষেত্রে আইন কতটা সাংবাদিক দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করণে এগিয়ে আসবে সেই নিয়েই দেখা দিয়েছে সংশয়। তবে , বাম কিংবা রাম কোনো আমলেই যে সাংবাদিক স্বাধীন ও সুরক্ষিত নয় সেটা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিতে চাইছে একটা অতি প্রভাবশালী। যদিও কলমের শক্তির সম্মুখে যে কোনো অপশক্তি কেই যে আঁখেরে নতি স্বীকার করে নিতে হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শাসক বনাম শরিকের কোন্দল, বিপাকে বহিঃ রাজ্যের শ্রমিকেরা

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। ১২ টাকার জলা বিধানসভা কেন্দ্রের শান্তিনগরে দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ত আসাম রাজ্য থেকে কাজ করতে আসা কিছু শ্রমিক। অভিযোগের তীর বিজেপি দলের দিকেই। শ্রমিকদের মারধর করে তাদের হাত থেকে ৩০ হাজার ৫০০ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। পাশাপাশি আঠার কাঠ এলাকায় তিপ্রা মথা দলের পার্টি অফিস এবং দলীয় পতাকা ছিড়ে ফেলে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে দুষ্কৃতিরা। পার্টি অফিস ও ভাঙচুর করেছে। ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে ছুটে যায় রাধাপুর থানার পুলিশ। গোটা ঘটনার পেছনে শাসক বিজেপি দল আশ্রিত দুষ্কৃতি দের হাত আচ্ছে বলেই সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন টাকার জলার বিধায়ক বিশ্বজিৎ কল ই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে গোটা এলাকায়। ভোটের প্রাক মুহূর্তে তিপ্রা মথা কে চাপে রাখতেই এধরনের আচ্চরন বলেও অভিমত স্থানীয় মহলে।

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ৭ ফাল্গুন, ১৪৩২ বাংলা

টিকটক ফেরার দিন গুনছে তারুণ্য

টিকটক , সেই চাইনিজ এপ যাতে কিছুটা সময়ের জন্যে ভারত সরকার ব্যান এর ট্যাগ বসিয়েছিল। এবার কিনা সেই এপ আবারো ফিরতে চলেছে। প্লে স্টোরে অতি স্বত্বর আবারো টিকটক এপ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এই নিয়ে ভারত বর্ষের তারুণ্য , প্রানবন্ত যুবক যুবতীরা ব্যাপক উৎসাহিত। করোনা কালীন সময়ে এই টিকটক সব চাইতে বেশি পরিমাণে ভারতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি গোটা বিশ্বের মধ্যে ভারতই একমাত্র দেশ যাতে সর্বাধিক ইউজার ছিল বলে একটি তথ্য ও প্রকাশ পেয়েছিল। এই টিকটক এর দৌলতে আজ বহু ছেলে মেলে সেলেব্রিটি। আবার অনেকেই খুইয়েছে সর্বস্ব। কেউ কেউ ব্যাপক কটূক্তির শিকার হয়েছে। ভারতে এর ইউজারের ক্রমবৃদ্ধি এবং ভারত চিনের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের জটিলতার জেরেই টিকটক বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু পুরনায় এই এপ চালু হতে চলেছে বলেই খবরা খবর প্রচারে আসছে। তবে এটা আদৌ কি ভারতের মতো একটি দেশের যুব সমাজের জন্যে ভালো কিছু প্রদান করতে পারে ? বিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে মোটেও এই চাইনিজ এপ কে ভারতের তরুণ প্রজন্মের জন্যে কোনো ধরণের ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর বলে ধরা যায়না। বরং টিকটক একটি সম্পূর্ণ সময়ের অপচয়। যা এই দেশের বেকার যুবাদের আরও বেশি করে প্ররোচনা যোগায়। একদিকে এটি বেকারত্বের সমস্যা কে আরও বেশি পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। তরুণ প্রজন্ম যত বেশি সামাজিক মাধ্যমে আশক্ত হয়ে পরবে ততই তাদের কাজ করার মতো মানসিকতা ও ক্ষমতা হ্রাস পাবার প্রবণতা বাড়বে। তবে কি পরোক্ষভাবে এটাই চাইছে ভারতের জোট সরকার ? কি পরিকল্পনা এর পেছনে ? সন্দেহ চরম।

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাব: ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি: ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমূহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে পারে

জীবন দে

ইতিহাসে এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের নাম শুধু একটি সময়কে নয়, একটি মানসিকতাকেও প্রতিনিধিত্ব করে। চাণক্য তেমনই এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু একজন পণ্ডিত ছিলেন না; তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটনীতিক ও রাষ্ট্রনির্মাতা। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে তিনি বাস্তবতার কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সময় ছিল গভীর অস্থিরতায় পূর্ণ। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছোট ছোট রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল। রাজারা একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ক্ষমতার লড়াই ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। দেশের অভ্যন্তরে যেমন দ্বন্দ্ব ছিল, তেমনি বহিরাগত আক্রমণের আশঙ্কাও ছিল প্রবল। প্রশাসনে দুর্নীতি, বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার সাধারণ মানুষের জীবনকে অনিরাপদ করে তুলেছিল। অনেক শাসক রাজ্যশাসনের চেয়ে ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসে বেশি মনোযোগী ছিলেন। ফলে জনগণের আস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

এই প্রেক্ষাপটে চাণক্য উপলব্ধি করেছিলেন- শুধু নীতিকথা বা আদর্শের বুলি উচ্চারণ করে রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা যায় না। রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজন শক্ত ভিত, সুশৃঙ্খল প্রশাসন, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহস। তিনি বুঝেছিলেন, শক্তিশালী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব ছাড়া ছিন্নভিন্ন জনপদ কখনো নিরাপদ হতে পারে না। এই সময়েই তিনি এক প্রতিভাবান তরুণকে খুঁজে পান এবং ধীরে ধীরে তাঁকে যোগ্য নেতৃত্বে গড়ে তোলেন। সেই তরুণই পরে ইতিহাসে পরিচিত হন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে। চাণক্যের পরামর্শ, পরিকল্পনা ও কৌশলের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয় শক্তিশালী মৌর্য সাম্রাজ্য- যা দীর্ঘ সময় ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থিতিশীলতা ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত হয়ে ছিল।চানক্যের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তবভিত্তিক। তিনি মানুষকে দেবত্বের আসনে বসাননি। বরং মানুষের স্বভাবকে যেমন, তেমন করেই দেখেছেন। তিনি জানতেন- মানুষের মধ্যে লোভ, ভয়, স্বার্থ ও দুর্বলতা আছে। তাই তিনি শাসকদের সতর্ক করেছিলেন, মানুষের প্রকৃতি বুঝে চলতে হবে। অন্ধভাবে কাউকে বিশ্বাস করা বিপজ্জনক; যাচাই-বাছাই ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আবেগে ভেসে নয়, বিবেচনা ও প্রজ্ঞার আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। তিনি আরও শিক্ষা দিয়েছিলেন- শত্রুকে কখনো ছোট করে দেখা যাবে না। কারণ ছোট ভুলও বড় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। আবার বন্ধুকেও অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়। স্বার্থের টান মানুষকে বদলে দিতে পারে। শক্তি থাকলে তা প্রয়োগ করতে জানতে হবে, কিন্তু অহেতুক শক্তিপ্রদর্শন শত্রুকে সতর্ক করে এবং বন্ধুকেও দূরে সরিয়ে দেয়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাই ছিল তাঁর কাছে সর্বাগ্রে।

চাণক্যের উপদেশ শুধু রাজা-বাদশাহদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়েও গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে ওঠে সচেতন ও সুশিক্ষিত মানুষের হাতে। তাই তিনি মানুষের জীবনের ভিত মজবুত করার কথাই বলেছেন। তিনি মনে করতেন, মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার জ্ঞান। ধন-সম্পদ আজ আছে, কাল নেই; ভাগ্যের পরিবর্তনে তা হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু অর্জিত জ্ঞান মানুষের অন্তর্লোককে আলোকিত করে, তাকে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস দেয়। শিক্ষিত মানুষ সংকটে পথ খুঁজে পায়, দিশা পায় অন্ধকারে। তাই জীবনের যে পর্যায়েই থাকি না কেন, শেখার অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত নয়। তিনি এটিও বুঝতেন যে, মানুষ একা গড়ে ওঠে না; তার চরিত্র গড়ে ওঠে সঙ্গের প্রভাবে। সৎ মানুষের সান্নিধ্যে চিন্তা শুদ্ধ হয়, আচরণ মার্জিত হয়, লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়। বিপরীতে, অসৎ সঙ্গ ধীরে ধীরে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে। তাই বন্ধু নির্বাচনেও বিচক্ষণতা প্রয়োজন।

সময় সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত। তিনি বলেছেন, যে সময়ের মূল্য বোঝে না, সে অজান্তেই জীবনের সুযোগ হারায়। সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। অলসতা, অযথা বিলম্ব ও দায়িত্ব এড়িয়ে চলা মানুষকে পিছিয়ে দেয়। প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোই সাফল্যের ভিত রচনা করে। মানুষের আবেগ নিয়েও তিনি সতর্কবার্তা দিয়েছেন। রাগ, লোভ ও অহংকার মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। রাগের বশে নেওয়া সিদ্ধান্ত পরে অনুশোচনার কারণ হয়; লোভ মানুষকে অন্যায়ের দিকে ঠেলে দেয়; অহংকার মানুষকে অন্ধ করে। তাই আত্মসংযমই প্রকৃত শক্তি- যে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে-ই প্রকৃত অর্থে শক্তিমান। সংকটের সময় তিনি ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছেন। কঠিন সময় স্থায়ী নয়; ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এগোলে সমস্যার মধ্যেও সমাধানের পথ বেরিয়ে আসে। ঝড়ে যেমন গাছ নত হয়ে টিকে থাকে, তেমনি মানুষকেও প্রতিকূল সময়ে ধৈর্য ধারণ করতে হয়। চাণক্যের মতে, রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি শুধু সেনাবাহিনীর সংখ্যা বা অস্ত্রশস্ত্রে নয়; তার আসল শক্তি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসে নিহিত। জনগণ যদি শাসকের ওপর আস্থা হারায়, বাহ্যিক শক্তি দিয়েও রাষ্ট্রকে দীর্ঘদিন স্থিতিশীল রাখা যায় না। আবার শাসক যদি দুর্বল বা অদূরদর্শী হন, তবে শক্তিশালী বাহিনী থাকলেও রাষ্ট্র ভিতর থেকে ভেঙে পড়তে শুরু করে। তাঁর দৃষ্টিতে শাসকের দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞা যেমন প্রয়োজন, তেমনি নাগরিকের দায়িত্ববোধও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চেয়েছিলেন, শাসক হোক জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও সাহসী; নাগরিক হোক সচেতন, নৈতিক ও কর্তব্যপরায়ণ। নেতৃত্বে আবেগ নয়, প্রয়োজন ঠান্ডা মাথার বিচক্ষণতা। জনপ্রিয়তার জন্য নয়, রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের কথা বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আজ আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাস করি। রাজতন্ত্র নেই, কিন্তু নেতৃত্ব আছে; প্রশাসন, আইন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবুও চাণক্যের শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক। দেশপ্রেম শুধু উচ্চকিত স্লোগানে নয়; তা প্রতিফলিত হয় দায়িত্ব পালন, আইন মান্য করা এবং নৈতিক আচরণের মাধ্যমে। নিজের কর্তব্য সততার সঙ্গে সম্পাদন করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এবং সামষ্টিক কল্যাণে অংশগ্রহণ করাই প্রকৃত দেশপ্রেম। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিলে তা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। ছোট অন্যায়কে উপেক্ষা করলে তা একসময় বৃহৎ আকার ধারণ করে। তাই সততা, জবাবদিহি ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধে সামষ্টিক স্বার্থকে স্থান দেওয়া না গেলে সমাজে বিভাজন তৈরি হয়। আর বিভক্ত সমাজ কখনো শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়তে পারে না। বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো- বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কোনো সংকটের সমাধান হয় না। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি, রাজনৈতিক বিভাজন কিংবা সামাজিক অস্থিরতা- এসব সমস্যাকে ঢেকে রাখলে বা শুধু বক্তব্যের মাধ্যমে সামাল দিতে চাইলে পরিস্থিতি বদলায় না। কঠিন সত্যকে স্বীকার করতে হয়, তথ্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে তা বিশ্লেষণ করতে হয়, তারপর বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে সমাধানের পথ তৈরি করতে হয়। আদর্শ ও প্রতিশ্রুতি অবশ্যই প্রয়োজন; কিন্তু তা বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অর্থবহ হয়ে ওঠে। চাণক্য তাঁর সময়কে গভীরভাবে বুঝেছিলেন- এই কারণেই তিনি প্রাসঙ্গিক। তিনি জানতেন, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার। আজকের এই শিক্ষা সমান গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতা যদি শুধু প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তবে রাষ্ট্র দুর্বল হয়। আবার নাগরিক যদি অন্ধ সমর্থন বা অন্ধ বিরোধিতায় বিভক্ত থাকে, তবে গণতন্ত্রের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। তাই প্রয়োজন সমালোচনাকে শত্রু না ভেবে আত্মসমালোচনার সাহস রাখা। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন, শুধু ভালো উদ্দেশ্য থাকলেই যথেষ্ট নয়; সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও সততা প্রয়োজন। আবেগ রাজনীতিকে উজ্জীবিত করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলে প্রয়োজন ঠান্ডা মাথা, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। স্লোগান মানুষকে একত্রিত করতে পারে, কিন্তু উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে প্রশাসনিক দক্ষতা, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা অপরিহার্য। আজকের সাধারণ মানুষের জন্যও বার্তাটি স্পষ্ট। শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। আইন মানা, কর প্রদান, দুর্নীতিকে না বলা, সৎভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করা- এসবই রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে। পরিবার থেকে কর্মক্ষেত্র- প্রতিটি জায়গায় নৈতিকতার চর্চা সমাজকে সুস্থ করে তোলে। আমাদের দেশের রাজনীতির জন্য বার্তাটি আরও গভীর। ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের ঊর্ধে রাষ্ট্রের স্বার্থকে স্থান দিতে না পারলে দীর্ঘমেয়াদে কেউই লাভবান হয় না। ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু সিদ্ধান্তের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। তাই প্রতিটি নীতি ও পদক্ষেপে জনগণের আস্থা অর্জনই হওয়া উচিত প্রধান লক্ষ্য। সবশেষে শিক্ষা একটাই- রাষ্ট্র কোনো অলৌকিক শক্তিতে গড়ে ওঠে না। তা গড়ে ওঠে সচেতন নাগরিক, দায়িত্ববান নেতৃত্ব এবং নৈতিক চর্চার ধারাবাহিকতায়। ব্যক্তি যদি নিজেকে শুদ্ধ করে, সমাজকে শক্ত করে, তবে রাষ্ট্রও দৃঢ় হয়। আর রাষ্ট্র দৃঢ় হলে তবেই গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও ন্যায়বিচারের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

শোন ঐ আহ্বান

রবিব্রত ঘোষ

২৩ শে জানুয়ারি বাঙালির শৌর্য্য ও বীর্য্যের দিন। বাঙালি যে ভীতু নয় সেই যে কবি বলেছিলেন বোতাম আটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান এইসব বাক্য, গালাগালি , কটুক্তি কে এক নিমেষে বদলে দিয়ে প্রতি স্পর্ধা দেখানোর একটা দিন। নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের জন্মদিন। এই দিনটা হওয়া উচিত ছিল বাঙালির গর্বের বাঙালির অনুপ্রেরণার, কিন্তু নিজে দোষে এবং রাজনৈতিক দাদা দিদিদের কুপরামর্শে, বাঙালি এটাকে একটা অজুহাতের দিনে পরিণত করেছে। বাঙালির কাছে সুভাষচন্দ্র মানে অনুপ্রেরণা নয়। নেতাজি কোথায় গেলেন কে তাকে কিভাবে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল গান্ধী নাকি নেহেরু কি আসল কালপ্রিট এইসব তথ্যে মসগুল থাকা। আরো এগিয়ে নেতাজি কোথায় যেতে পারেন এখনো বেঁচে আছেন কিনা এরকম উদ্ভট এবং আজব তথ্য নিয়ে আলোচনা করা।

অথচ দৈনন্দিন ছাপোষা সাধারণ বাঙালির কাছে নেতাজি হতে পারতেন অনুপ্রেরণার উৎস। যে বাঙালি নিত্য নিয়ত গালাগালি খায় ঘরে বউয়ের কাছে, অফিসে বসের কাছে রাস্তায় পাড়ায় সিকি আধুলি সাইজের গুন্ডার কাছে। সেখানে নেতাজি ভীষণ রকমের ব্যতিক্রম। স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সময় নেতাজীর সঙ্গে গান্ধীজীর মত বিরোধ। বলা যেতে পারে গান্ধীজী সেই সময় টপ ফর্মে আছেন।

সেই গান্ধীজীর সঙ্গে নেতাজী রীতিমত পাল্লা দিয়ে লড়ে গেছেন। গান্ধীর পছন্দের প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়িয়েছেন এবং জয় লাভ ও করেছেন। কিন্তু এখানে একটা কথা খেয়াল রাখা দরকার নেতাজীর বিরুদ্ধে যারা ভোট দিয়েছিলেন অনেক বাঙালি ও ছিলেন।

তাতে অবশ্য সুভাষচন্দ্রের গৌরব বৃদ্ধি হয় না কিছুটা কমেও যায় না। নিজের মতবাদ নিয়ে লড়াই করেছেন কংগ্রেস থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে তাকে পাত্তা না দিয়ে নতুন দল গঠন করলেন। সেখান থেকেও আরো বড় পরিকল্পনা করলেন লুকিয়ে এক মহা দুঃসাহসিক অভিযানে ছদ্মবেশ ধরে ভারতের বাইরে গেলেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য কখনো রাশিয়া কখনো মুসোলিনি কখনো হিটলারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন কোন জায়গাতেই মাথা নত করেননি বরং উপযুক্ত আত্মসম্মান নিয়েই এদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

এরপর আরো এক মহা ঐতিহাসিক ডুবজাহাজে যাত্রা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোর কঠিন এক সময়। এক সেকেন্ডের ভুলের জন্য মৃত্যু হতে পারে কিন্তু কুছ পরোয়া নেই ভারতের স্বাধীনতাই প্রথম কথা নেতাজির জীবনে।

আজাদ হিন্দফৌজ পরাজিত হয়েছে তখন নেতাজি বলে বসলেন যে তিনি ভারতে ফিরবেন তাকে খুব জোর ফাঁসি দেবে বৃটিশ রা। ফাঁসির পরের দিনই যে আন্দোলন হবে তাতে ভারত সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন হয়ে যাবে।

একটা পরাধীন দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবনকে নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলাটা অত সোজা না, অনেক বেশি সাহসের দরকার। আম বাঙালি কখনো অর্জন ও করেনি, নেতাজিকে দেখে সেই সাহস অর্জন করার চেষ্টাও করেনি। নেতাজির বিপদ সংকুল পথে অম্লান বদনে যাত্রা দেখে অনুপ্রেরণা উৎসব বানায়নি। নেতাজিকে বাঙালি কাদা ছোড়াছুড়ির বাঙালি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং ভ্রান্ত আত্মগরিমায় কাটিয়ে গেছে।

অথচ ভারতব্যাপী জনপ্রিয় এই মানুষটিকে নিয়ে বাঙালি অনেক বেশি করে নিজেকে তৈরি করতে পারত যদি নেতাজির আদর্শকে অনুপ্রেরনায় উৎস করত। নেতাজি চিন্তাভাবনাকে বোঝার চেষ্টা করে তাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করত। বাঙালি এখনো স্বপ্ন দেখে নেতাজি ফিরে আসবেন এবং তাদের নেতৃত্ব দেবেন অথচ এই মানুষটি অনেক আগে বলেছিলেন নেতার জন্য অপেক্ষা করছো কেন? নেতা কি আকাশ থেকে পড়ে? তোমরা নিজেরাই নেতা হয়ে ওঠো এই প্রশ্নের উত্তর বাঙালি কখনো খোঁজার চেষ্টাই করেনি

আমাদের মূল সমস্যা ছিল স্বাধীনতার পর আমরা মনে করেছিলাম এবার সরকার আমাদের জন্য সবকিছু করবে আর আমরা চুপচাপ বসে থাকব।বলা যেতে পারে বংশ রক্ষার দায়িত্ব ছাড়া আর সব কিছুর দায়িত্বই আমরা সরকারের উপরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমরা আত্মনির্ভরশীল হবার চেষ্টাই করিনি দাবি মুখর গ্লোরিফাইট ভিখারী হয়েছি মাত্র। আমাদের নেতারা আমাদের দাবার বোড়ের মত পুতুল নাচের পুতুলের মত ব্যবহার করে গেছেন।

সমস্যাটা অনেকদিন আগেই নেতাজি বুঝতে পেরেছিলেন। সেই পরাধীনতার যুগেই একটি যুব সম্মেলনে বলেছিলেন তরুণরা এতদিন পরে বুঝতে পেরেছ যে কূট রাজনীতিবিদদের হাতে তারা খেলার পুতুলের মত।তাদেরই বারবার এগিয়ে দিয়ে আত্ম বলিদান করতে হয়। অথচ এমন অনেক যুদ্ধ হয় যা শুধু চক্রান্তের ফল এর দ্বারা কোন জাতির কোন প্রকৃত উন্নতি হয় না।

একবার একটা হিসেবে দেখা গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০০ বারের কাছাকাছি ছাত্র আন্দোলন হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ১৪-১৫ বার ছিল ছাত্র সংক্রান্ত আন্দোলন।বাকি সব ক্ষেত্রেই বড় নেতারা নিজেদের স্বার্থ তৃপ্ত করার জন্য ছাত্রদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন। লক্ষ্য করে দেখবেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশই এখন পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। নেতার পর, নেতার পুত্র কন্যাদেরই দলের সর্বোচ্চ স্থানে পাকাপাকিভাবে অধিকার। এরা কিন্তু কখনোই কোন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠেনি। দল একটা শক্ত মুক্ত জায়গায় গেলেই তাদের আবির্ভাব হয় এবং তারা খুব তাড়াতাড়ি ক্ষমতার সর্বোচ্চ পদটাকে দখল করে নেন।ঘাম ঝরানো, রক্ত ঝরানো তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা সাধারণ নেতাকর্মীদের সামনে প্রাপ্তির একটা গাজর ঝুলিয়ে দিয়ে তাদেরকে একটা অন্যায় পথে এগিয়ে দিয়ে ফায়দাটা নেতারা লঠতে থাকেন।

আজকের তথাকথিত ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নেতাজির বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক, ছাত্র আন্দোলন দায়িত্বহীন যুবক-যুবতীদের একটি লক্ষ্যহীন অভিযান নয়। কর্মক্ষম যে সকল চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুগঠিত করে দেশের কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করতে চায় এটি তাদের আন্দোলন। এটির দুটি কর্মধারা আছে অথবা থাকা উচিত। প্রথমত যেসব সমস্যা ছাত্রদের নিজস্ব তার সমাধানের চেষ্টা করা। শারীরিক ও মানসিক নৈতিক দিক থেকে এক নতুন জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ ছাত্ররা ভবিষ্যতের দেশবাসী এ কথা মনে রেখে জীবন সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা এবং সমাজে যেসব সমস্যা ও বিরুদ্ধে শক্তি সম্মুখীন হতে হবে তার পূর্বাভাস এখন থেকেই তাদের দেওয়া দরকার।

খুব পরিষ্কারভাবে বলা দরকার নেতাজির এই পরামর্শ আমরা একদমই গ্রহণ করতে চাইনি। তাই আজ ছাত্র আন্দোলন বা যুব আন্দোলনের নামে যেটা চলে তা হল বড় কোন রাজনৈতিক দলের নেতাদের অঙ্গুলী হেলনে চলা কতগুলি স্তাবক মেরুদণ্ডহীন মানুষের দাপাদাপি।

অথচ একটি বিপরীত ভাবনাটাই ছিল নেতাজীর। উনার ভাষায় বলা যেতে পারে ,দেশ আজ এমন একটি আন্দোলন চাই যা ব্যক্তি বা জাতিকে সব রকম বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে। আর এর জন্য নেতাজি ভরসা করেছিলেন যুব সম্প্রদায়ের উপরে। নেতাজি বলছেন যুব আন্দোলন যুবক-যুবতীদের আন্দোলন । এই আন্দোলন মানুষকে,মানুষের সমাজকে মানুষের সভ্যতাকে জরা ও বার্ধক্যের হাত থেকে রক্ষা করতে চায়।

আন্দোলনের পরিধি জীবনের মতই ব্যাপক। তাই জীবনের যতগুলি দিক আছে যুব আন্দোলনের ততগুলি দিক থাকবে। শরীরকে ঠিক করতে গেলে খেলা ও ব্যায়াম করতে হবে হৃদয়কে মুক্ত ও শিক্ষার সাহায্যে উন্মুক্ত করতে হলে নতুন উন্নত মানের শিক্ষা প্রণালী শক্ত নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমাজে জীবন দান করতে হলে , আমাদেরকে নির্দয় ভাবে বাধা আচার ব্যবস্থা ও পুরন ভাবধারা দূর করে নতুন ও বরিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা ও ভাবসমূহের প্রবর্তন করতে হবে। যুগোচিত আদর্শের আলোকে আমাদের বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থাকে যাচাই করে নিতে হবে এবং সম্ভবত এমন নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা ভবিষ্যতের পথ ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

এই প্রেক্ষাপটে নেতাজির একটি অসাধারণ প্রশ্ন আছে। বাংলার যুব সমাজের কাছে।এই ক্ষমতা লোলুপ রাজনীতিবিদদের ঝগড়া ছেড়ে নীরবে আত্ম-সর্গ করতে পারে এমন কর্মী কি বাংলায় আজ নেই?

সমস্যা কি এবং সমাধান কি দুটোই কিন্তু নেতাজি খুব সুন্দর ভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।আমাদের অসীম শক্তি আছে নেই আত্মবিশ্বাস।সবই আছে নেই শুধু এক বস্তু। নিঃশেষে আত্ম বলিদান।একটা আদর্শের পিছনে আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালোবাসি না গৃহ বিবাদ করি। তাই আমাদের মধ্যে মীরজাফর উমির চাঁদের জন্ম হয়।

আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথা বলে উনি বলছেন অন্ন চাই বস্ত্র চাই শিক্ষা চাই কিন্তু তাকালে বোঝা যাবে প্রধান কারণ ইচ্ছা শক্তি ও প্রেরণার অভাব। সকলের সাহায্য গ্রহণ করতে দোষ নেই কিন্তু নিজেদের চেষ্টায় আমাদের আগে অন্ন বস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

দরকার ছিল এক নতুন জীবনবোধকে তৈরি করা।অধিকাংশ মানুষের কাছে জীবনের কোন লক্ষ্য নেই।নেতাজির কথায় সেই সমস্যা বারবার ফুটে উঠেছে।

আজকালকার স্কুল কলেজে ভালো ছেলে নামে একশ্রেণীর জীব দেখতে পাওয়া যায়। আমি তাদের কৃপার চোখে দেখি। বইয়ের বাইরে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই এবং পরীক্ষার প্রাঙ্গনেই তাদের জীবন পর্যবসিত হয়।।

সদ্য, স্বাধীন দেশকে ঠিকমতো গড়ে তুলতে গেলে নৈতিক আদর্শ সম্পন্ন কিছু মানুষকে তৈরি করা দরকার। যার অভাব স্বাধীনতার পর থেকেই আমরা বারবার অনুভব করেছি। বিজ্ঞানী মনি ভৌমিক তার , তার আত্মজীবনীতে লিখছেন, স্বাধীনতা লাভের পর যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলো দেখ তারপরই দেখা গেল বিদেশি শাসকের বদলে স্বদেশী দুর্নীতিবাজ ধান্দাবাজ অসৎ মানুষের আবির্ভাব। দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু উপযুক্ত মানুষ তৈরি হলো না। বস্তুত স্বাধীনতার আমরা শিক্ষার বিস্তার করতে পেরেছি। শিক্ষাকে দূরতম অঞ্চলেও নিয়ে যেতে পেরেছি কিন্তু নতুন মানুষ করতে পারিনি।

খুব প্রাসঙ্গিক কথা বলেছেন নেতাজি মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল বাধা চূর্ণ বিচূর্ণ করা।

দিল্লির সম্মেলনে মোদীর মুখে 'মানব' প্রকল্প

এআই-কে খোলা আকাশ দিন, তবে নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতেই যেন থাকে!

নয়াদিল্লি ঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে ভারতের অবস্থান এবং কেন্দ্রের মনোভাব ব্যাখ্যা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে নয়াদিল্লির এআই সম্মেলনে বক্তৃতা করতে গিয়ে মোদী মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের কথা বলেন। এআই-কে 'খোলা আকাশ' দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেও তার নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতেই থাকা উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি।বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সকলের ভাল এবং সকলের আনন্দ আমাদের লক্ষ্যমাত্রা। মানুষ কেবল এআই-এর তথ্যভান্ডার হবে না।" এই সূত্রেই মোদীর সংযোজন, "এআই-কে খোলা আকাশ দিন। কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে রাখুন।" এআই-এর মানবকেন্দ্রিক লক্ষ্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে 'মানব' প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি ইংরেজিতে মানব বানানের প্রতিটি অক্ষরের আলাদা ব্যাখ্যা দেন। মূলত এআই-এর নৈতিক, মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারের উপর জোর দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মানবতার উন্নয়নে ভারতের 'মানব' দৃষ্টিভঙ্গি একবিংশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"

বক্তৃতায় ডিপফেক প্রযুক্তি এবং বিকৃত বিষয় নিয়েও সতর্কবার্তা শোনা গিয়েছে মোদীর মুখে। তিনি বলেন, "ডিপফেক এবং বিকৃত বিষয়বস্তু সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে।" এই সূত্রেই প্রধানমন্ত্রী এআই নির্মিত বিষয়বস্তুতে সত্যতা যাচাইয়ের পক্ষে সওয়াল করেন। প্রধানমন্ত্রী নিজের ভাষণে এআই-এর গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। স্মরণ করিয়ে দেন ভারতে যুবশক্তি এবং প্রতিভার অভাব নেই। এই প্রসঙ্গে মোদী বলেন, "কিছু মানুষ এআই-কে নিয়ে ভয় পায়। আর ভারত এর মধ্যে সম্ভাবনা আর ভবিষ্যৎ খুঁজে পায়।" প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের সময় দর্শকাসন থেকে হাততালির শব্দ শোনা যায়। সেই সময় সামনে উপবিষ্ট ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ-সহ একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা। ছিলেন বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্তারাও।

দিল্লির এআই সম্মেলনে নেট বিপর্যয়ের পর 'চিনের রোবট আমাদের রোবট' কেলেঙ্কারি

নয়াদিল্লি ঃ শেষ পর্যন্ত ক্ষমাই চাইতে হল গ্রেটার নয়ডার বিশ্ববিদ্যালয়কে। নয়াদিল্লির এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) সম্মেলনে চিনা রোবট-কুকুরকে নিজেদের নামে চালানোর অভিযোগ উঠেছিল গ্যালগটিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। বিতর্কের মাঝে সম্মেলনের আয়োজকেরা ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের 'প্রজেক্ট' সরিয়ে নিয়ে যেতে বলেন। তার পর বুধবার ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।এই নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে তিন দিনের মধ্যে দু'টি বড়সড় লজ্জার মুখে পড়তে হল ভারতকে। নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে পাঁচ দিনের এআই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এসেছেন দেশি-বিদেশি বহু অতিথি। বুধবার ছিল তার তৃতীয় দিন। কিন্তু প্রথম দিনেই আয়োজকদের মুখ পুড়েছে। আয়োজনের একাধিক 'ত্রুটি'র জন্য ক্ষমা চাইতে হয়েছে খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে। বুধবার গ্রেটার নয়ডার বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পর বিতর্ক আরও বাড়ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বিতর্কের দায় চাপিয়েছেন অধ্যাপক নেহা সিংহের উপরেই। দাবি, নেহা না-জেনে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলেছেন। প্রতিষ্ঠানের তরফে চিনা পণ্যকে নিজেদের বলে চালানোর অভিপ্রায় ছিল না বলেও দাবি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে এআই সম্মেলনে যে রোবট-কুকুর প্রদর্শন করা হয়, তার পোশাকি নাম 'ওরিয়ন'। অধ্যাপক নেহা মঙ্গলবার ডিডি নিউজকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় সাড়ে ৩০০ কোটি টাকার প্রকল্পের অধীনে ওই রোবট তৈরি করেছে! এর পরেই সমাজমাধ্যমে বিতর্ক শুরু হয়। অনেকেই চিনে তৈরি রোবট 'ইউনিট্রি গো-২'-এর সঙ্গে 'ওরিয়ন'-এর মিল পান। বাণিজ্যিক কারণে ওই রোবট ব্যবহার করে চিন। অনলাইনেও কিনতে পাওয়া যায়। ভারতীয় মুদ্রায় দাম প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

কর্তৃপক্ষ বিবৃতিতে স্বীকার করে নিয়েছে, পণ্যটি তাদের নিজস্ব নয়। তারা বলেছে, "আমাদের যে প্রতিনিধি প্যাভিলিয়নের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি ভাল করে বিষয়টি জানতেন না। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার অনুমতিও তাঁকে দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন। পণ্যটির উৎস সম্পর্কে ওঁর কোনও ধারণা ছিল না। ক্যামেরার সামনে কথা বলার উত্তেজনায় তিনি ভুল তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এর নেপথ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কোনও অভিপ্রায় ছিল না।" আয়োজকদের নির্দেশে সম্মেলন ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে গ্যালগটিয়াস।

নিজের বক্তব্যের 'ব্যাখ্যা' দিয়েছেন নেহাও। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে তিনি বলেছেন, "কিছু বিষয় স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা হয়নি এবং উদ্দেশ্যগুলি বুঝতে ভুল হয়েছে। তাই বিতর্ক হয়েছে।"

'অজিতের বিমানে জ্বালানির দুই বাড়তি ট্যাঙ্ক বোমার কাজ করে'! পওয়ার পরিবার থেকে এ বার বিমানমন্ত্রীকে সরানোরও দাবি

নয়াদিল্লি ঃ মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের মৃত্যু কি দুর্ঘটনার কারণে? এই নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠেছে, তখন শরদ পওয়ারের সম্পর্কে নাতি তথা এনসিপি (এসপি) বিধায়ক রোহিত পওয়ার দাবি করলেন, দুর্ঘটনার তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত করা হোক কে রামমোহন নাইডুকে। অজিতের বিমানে কেন জ্বালানির অতিরিক্ত ট্যাঙ্ক ছিল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। অজিতের স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ার স্বামীর মৃত্যু নিয়ে সংশয় দূর করতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণবীসের কাছে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। ঘটনাচক্রে স্বামীর মৃত্যুর পরে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তিনি।

অজিতের মৃত্যু নিয়ে আগেও সরব হয়েছিলেন রোহিত। এ বার তিনি একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে জানান, ওই বিমানের ট্যাঙ্কে জ্বালানি পূর্ণ ছিল। অতিরিক্ত জ্বালানি বহন করার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। হায়দরাবাদে গিয়ে জ্বালানি ভরলেই চলত। রোহিতের অভিযোগ, জ্বালানি পুনরায় ভরার খরচ বাঁচাতেই বিমানে অতিরিক্ত ট্যাঙ্ক রাখা হয়েছিল। সেই ট্যাঙ্ক 'বোমার' কাজ করেছিল বলে দাবি বিধায়কের। দৃশ্যমানতা খারাপ থাকা সত্ত্বেও কেন উড়েছিল বিমান, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। তাঁর আরও প্রশ্ন, বিপদ বুঝে কেন বিমানটি মুম্বইয়ে ফিরে গেল না?

অসামরিক বিমানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও অভিযোগ করেননি রোহিত। তবে তিনি জানিয়েছেন, ওই বিমানের অপারেটর সংস্থা ভিএসআরের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক' রয়েছে রামমোহনের। গত বছর সংস্থার এক কর্তা রোহিত সিংহের বিয়েতে জয়পুরে গিয়েছিলেন তিনি। সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে চলতি তদন্তের স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শরদের নাতি। তাঁর কথায়, "যাঁরা প্রশ্নের মুখে, তাঁদের সঙ্গে তদন্তকারীদের ঘনিষ্ঠতা থাকলে আমরা স্বচ্ছ তদন্ত কী ভাবে আশা করব?" তিনি তদন্ত পর্যবেক্ষণের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করার দাবি করেছেন।

সেই কমিটিতে প্রাক্তন আমলা, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং পওয়ার পরিবারের সদস্যদের রাখারও দাবি করেছেন। সেই সঙ্গে সুনেত্রার মতো তিনিও সিবিআই তদন্তের দাবি করেছেন।

ভিএসআর সংস্থার দিকেও আঙুল তুলেছেন রোহিত। তিনি জানান, ওই সংস্থার বিরুদ্ধে আগেও অভিযোগ উঠেছে। ২০২৩ সালে একটি দুর্ঘটনার সঙ্গেও নাম জড়িয়েছিল এই সংস্থার। তাই দেশে যে সব বিমান তারা পরিচালনা করছে, সেগুলির ওঠানামা এখনই বন্ধ করে দেওয়া উচিত। বিমানের ব্ল্যাক বক্স কী ভাবে জ্বলে গেল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। রোহিতের দাবি, এটি আসলে 'সাজানো অজুহাত'। দুর্ঘটনার আগে ঠিক কী ঘটেছিল, সেই প্রমাণ নষ্ট করার জন্যই এই 'অজুহাত' দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, "ব্ল্যাকবক্স গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বিস্ফোরণ থেকে বাঁচতে পারে, কিন্তু রাজনীতি থেকে নয়।" তদন্তে দেরি হচ্ছে বলে সংস্থা অনেক প্রমাণ নষ্ট করতে পারে বলেও অভিযোগ রোহিতের।

এই একই প্রশ্ন তুলেছেন শিবসেনার উদ্ধব গোষ্ঠীর নেতা সঞ্জয় রাউত। তাঁর কথায়, "দুর্ঘটনার কুড়ি বছর পরেও অক্ষত ভাবে ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার হয়েছে। ওই বক্স এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি হয় যে, আগুন বা জলে কোনও ক্ষতি হয় না।" রাউতের প্রশ্ন, "তা হলে এ ক্ষেত্রে কী ভাবে আগুনে জ্বলে গেল ওই ব্ল্যাক বক্স? তা হলে পওয়ার পরিবারের সদস্য রোহিত পওয়ার যে ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন, তা কি ঠিক?"

এর আগে রোহিত দাবি করেছিলেন, সে দিন পুণায় এক বড় মাপের নেতার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল অজিতের। মনে করা হচ্ছিল, কাকা শরদ পওয়ারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পওয়ার-পরিবারকে এক জোট করার পরিকল্পনা ছিল অজিতের। এই আবহে দুর্ঘটনার দিনে মুম্বই থেকে পুণে অজিতের সড়কপথে আসা চূড়ান্ত হলেও শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করে বিমানে করে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কার পরামর্শে, কেন শেষ মুহূর্তে ওই পরিবর্তন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রোহিত। এর আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও দুর্ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি শুনেছিলাম কোনও এক দলের নেতা দাবি করেছিলেন অজিত বিজেপির সঙ্গে ছাড়তে চলেছেন। তার পরে আজ এই ঘটনা ঘটল। আমি চাই, সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে গোটা ঘটনার তদন্ত হোক।"

আবার উত্তরপ্রদেশ, কিশোরীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ, পড়শি পাঁচ যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

নয়াদিল্লি ঃ উত্তরপ্রদেশে এক কিশোরীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল বালিয়ায়। অভিযোগ উঠেছে কিশোরীর গ্রামের পাঁচ যুবকের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের ধরতে বেশ কয়েকটি দল গঠন করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, নির্য্যাতিতার বাবার অভিযোগ, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির কাছেই একটি মাঠে গিয়েছিল সে। সেই সময় গ্রামেরই পাঁচ যুবক সেখানে আসেন। কিশোরীকে শাসান। তার পর তাঁর মুখ চেপে ধরে তুলে নিয়ে যান নির্জন জায়গায়। সেখানে তাঁকে গণধর্ষণ করা হয়। তার পর অভিযুক্তেরা পালিয়ে যান।

তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সেই ঘটনার পর বাড়িতে কোনও রকমে ফিরে আসে কিশোরী। তাঁকে দেখে সন্দেহ হয় বাড়ির লোকেদের। কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই তখন সে গোটা ঘটনাটি জানায়। এর পরই পুলিশের দ্বারস্থ হয় নির্য্যাতিতার পরিবার। গ্রামের পাঁচ যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে তারা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হিতেশ কুমার জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের সকলের বয়স ২০-২৫ বছরের মধ্যে। তাঁরা সকলেই একই গ্রামে থাকেন। বালিয়ার পুলিশ সুপার ওমবীর সিংহ জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। দ্রুত তাঁকে গ্রেফতার করে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।

অন্য দিকে, রাজ্যের বান্দা জেলায় এক দলিত কিশোরীকে অপহরণ করে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তার পর তাকে একটি সেতুর নীতে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তেরা সকলেই নাবালক। তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্য্যাতিতার বাবার অভিযোগ, কিশোরীকে লক্ষ্য করে কিছু স্প্রে করা হয়েছিল। তার পরই সে জ্ঞান হারায়। তার পর তাকে তুলে নিয়ে যায় তিন জন। একটি হোটেল নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তেরা সকলেই কিশোরীর পরিচিত। গত জানুয়ারিতে এক শিশুকে গণধর্ষণের পর ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছিল রাজ্যের বুলন্দশহরে।

সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা অনিল অম্বানীর

আদালতের অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে পা রাখব না, তদন্তেও সহযোগিতা করব!

নয়াদিল্লি ঃ আদালতের অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে যাবেন না শিল্পপতি অনিল অম্বানী। সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে এমনটাই জানালেন তিনি। দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি এবং সিবিআইয়ের তদন্তেও সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলে হলফনামায় জানিয়েছেন তিনি।

অনিল ধীরুভাই অম্বানী গোষ্ঠীর অধীনস্ত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ঋণ প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। ৪০ হাজার কোটিরও বেশি টাকার ঋণ প্রতারণা হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় তদন্ত চালাচ্ছে ইডি এবং সিবিআই। তবে ওই তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সচিব ইএএস শর্মা। আদালতের নজরদারিতে ওই তদন্ত চালানোর জন্য তিনি আবেদন জানান সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতি সূর্য্য কান্তের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চে মামলাটির শুনানি চলছে। সম্প্রতি ওই মামলায় অনিলের হয়ে আদালতে হলফনামা জমা দেন আইনজীবী মুকুল রোহাতগি।

আইনজীবী মারফত সুপ্রিম কোর্টে অনিল জানান, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে (তদন্ত শুরু হওয়ার পর থেকে) তিনি ভারতের বাইরে যাননি। এখনও ভারতের বাইরে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা বা ইচ্ছা তাঁর নেই। একই সঙ্গে তিনি এ-ও জানান, কখনও বিদেশ ভ্রমণের প্রয়োজন হলে, ওই সফরের জন্য তিনি সুপ্রিম কোর্ট থেকে আগাম অনুমতি নেবেন। অনিল ধীরুভাই অম্বানী গোষ্ঠীর কর্ণধার আরও জানান, তিনি শুরু থেকেই তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে আসছেন। আগামী দিনেও পূর্ণ সহযোগিতা চালিয়ে যাবেন। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ওই ঋণ প্রতারণার মামলার তদন্তে অনিলকে তলব করেছে ইডি। সুপ্রিম কোর্টে নিজেই সে কথা উল্লেখ করে শিল্পপতি জানান, তিনি ওই দিন ইডির দফতরে যাবেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করবেন।

আর্থিক অনিয়মের এই অভিযোগের তদন্তে শ্লথ গতি নিয়েও সে দিন উষ্মা প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট। অনিল ধীরুভাই অম্বানী গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে সিবিআই ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-কে চার সপ্তাহের মধ্যে নতুন স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। এই মামলায় গত ১৮ নভেম্বর প্রথম বার কেন্দ্র, দুই তদন্তকারী সংস্থা, অনিল এবং তাঁর মালিকানাধীন গোষ্ঠীকে নোটিস পাঠিয়েছিল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। মামলাকারীর অভিযোগ, ২০০৭-০৮ থেকে প্রতারণা হলেও এফআইআর করা হয়েছে ২০২৫ সালে। ইডি, সিবিআই কী তদন্ত করছে, সেটাও জানাতে সুপ্রিম কোর্ট যাতে নির্দেশ দেয়, সেই আর্জিও জানানো হয়েছিল।

সিন্ডিকেট চলবে না! প্রথম ভাষণে হুঙ্কার প্রধানমন্ত্রী তারেকের, দলীয় নেতাদের জন্য বাঁধলেন বিধি

নয়াদিল্লি ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথম ভাষণেই কঠোর তারেক রহমান। বিএনপি-র নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের জন্য বিধি বেঁধে দিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, সমস্ত 'অনাচারের সিন্ডিকেট' ভেঙে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে সংখ্যালঘুদের নিয়েও বার্তা দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তারেক মঙ্গলবারই শপথ গ্রহণ করেছেন। বুধবার ছিল তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক। তার পর রাতেই বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে প্রথম ভাষণ দেন খালেদা জিয়ার পুত্র। রমজান মাস আসন্ন। এই সময়ে দেশের বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে উদ্যোগী বিএনপি সরকার। তারেক সমস্ত ব্যবসায়ীর উদ্দেশে জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণে এবং সাধারণের সাধ্যের মধ্যে রাখার বার্তা দিয়েছেন। বলেছেন, "রমজানের পবিত্রতার স্বার্থে এই মাসটিকে আপনারা মুনাফা লাভের মাস হিসাবে পরিগণিত করবেন না। দ্রব্যমূল্য যাতে সাধারণের নাগালের বাইরে চলে না-যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।" সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে বার্তা দিয়ে তারেক বলেছেন, "হাজারো প্রাণের বিনিময়ে মাফিয়া সিন্ডিকেটের পতন ঘটিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছি। আমাদের সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে। বিএনপি সকল ক্ষেত্রেই অনাচার, অনিয়মের সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে বদ্ধপরিকর।"

বাংলাদেশে নির্বাচনী প্রচারের সময় থেকেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির বার্তা দিচ্ছিলেন তারেক। ক্ষমতায় আসার পর বার বার দাবি করেছেন, এটাই তাঁর সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করে কঠোর ভাবে দুর্নীতি দমন করেই জনগণের আস্থা অর্জন করতে চায় বিএনপি। তারেকের কথায়, "ভঙ্গুর অর্থনীতি, দুর্বল শাসনকাঠামো এবং অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নতুন সরকার যাত্রা শুরু করেছে। জনতার মনে শান্তি, নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনাই আমাদের সরকারের অগ্রাধিকার।" শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বেড়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। একাধিক বার তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত সরকার। তারেকের আমলে পরিস্থিতি বদলায় কি না, তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথম ভাষণে অবশ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাই দিয়েছেন বিএনপি প্রধান। বলেছেন, "মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, দলমত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাহাড়ে কিংবা সমতলে বসবাসকারী, এই দেশ আমাদের সকলের। তাই সকলের জন্যই বাংলাদেশকে আমরা একটি নিরাপদভূমিতে পরিণত করতে চাই।"

সপ্তাহান্তেই আমেরিকা হানা দিতে পারে! তার আগে পরমাণুকেন্দ্রগুলিকে সুরক্ষিত করছে ইরান, ধরা পড়ল উপগ্রহচিত্রে

নয়াদিল্লি ঃ চলতি সপ্তাহের শেষেই ইরানে হানা দিতে 'প্রস্তুত' মার্কিন সেনা! এমনই দাবি করেছে আমেরিকার দুই সংবাদমাধ্যম সিএনএন এবং সিবিএস। তবে তাদের প্রতিবেদনে এ-ও বলা হয়েছে যে, ইরানের সঙ্গে আমেরিকা সরাসরি সামরিক সংঘাতে যাবে কি না, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

অন্য দিকে, সম্ভাব্য মার্কিন হানার কথা মাথায় রেখে দেশের পরমাণুকেন্দ্রগুলিকে সুরক্ষিত রাখছে ইরানও। মার্কিন সংস্থা 'ইনস্টিটিউট ফর সায়েন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সিকিয়োরিটি' উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ করে দাবি করেছে, গুরুত্বপূর্ণ পরমাণুকেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা বন্দোবস্ত আঁটোসাঁটো করছে তেহরান। বাঙ্কার দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে সেগুলিকে। মার্কিন সংস্থাটির তরফে দাবি করা হয়েছে, ইরানের পারচিন সেনাঘাঁটি সংলগ্ন নিউ তালেঘান ২ পরমাণুকেন্দ্রটিকে দ্রুততার সঙ্গে মাটির ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের উপগ্রহচিত্র দেখিয়ে মার্কিন সংস্থাটির দাবি, ইরানের আরও দুই পরমাণুকেন্দ্র নাতান এবং ইশফাহানে ঢোকার সুড়ঙ্গপথকে পাথর এবং কংক্রিট দিয়ে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে।

সিএনএন পেন্টাগন (আমেরিকার প্রতিরক্ষা দফতরের সদর দফতর যেখানে)-এর একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, সপ্তাহান্তে ইরানে হানা দেওয়ার বিষয়ে মার্কিন সেনা প্রস্তুত থাকলেও এই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি ট্রাম্প। একটি সূত্রের দাবি, ট্রাম্প এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অনেকটা সময় ব্যয় করছেন।

গত কয়েক দিন ধরেই পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক কার্যকলাপ বাড়িয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ওই অঞ্চলে ৫০-এর বেশি যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস-এর তরফে দাবি করা হয়, গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিম এশিয়ায় ইরানের কাছাকাছি আমেরিকার যুদ্ধবিমানের আনাগোনা কয়েক গুণ বেড়েছে।আমেরিকার এই শক্তিপ্রদর্শনের মাঝেই ইরান পাল্টা শক্তিপ্রদর্শন করেছে। হরমুজ প্রণালীতে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে তারা। ঘটনাচক্রে, হরমুজ প্রণালীর অদূরেই মোতায়েন রয়েছে বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন-সহ একাধিক রণতরী। যদিও ইরানের দাবি, এই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপণ নিছক পরীক্ষামূলক। তবে তেহরানের এই দাবি নিয়ে সন্দেহ রয়েছে অনেকের মনেই। তাঁদের দাবি, তেহরানের এই পদক্ষেপ 'প্ররোচনামূলক'ও হতে পারে।

দু'দেশের মধ্যে সামরিক উত্তেজনার মধ্যেই পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসেছিল আমেরিকা। যদিও ওই বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। বৈঠকের পর আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স জানান, তাঁদের মূল দাবিগুলি মানতে ব্যর্থ ইরান। অর্থাৎ, তেহরান এখনই আমেরিকার শর্তে রাজি নয়। তবে ওয়াশিংটনের তরফে জানানো হয়েছে, তারা তেহরানকে আরও দু'সপ্তাহ সময় দিতে রাজি। উল্টো দিকে, ইরানের দাবি, আমেরিকার সঙ্গে দ্বিতীয় দফার বৈঠকে ভবিষ্যতের আলোচনার দিশানির্দেশ সংক্রান্ত একটি সাধারণ সমঝোতা হয়েছে। তবে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি এ-ও জানান, শীঘ্রই দু'দেশের মধ্যে পারমাণু চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।এর আগে গত বছর জুন মাসে ইরানের নাতান, ফোরডো এবং ইশফাহান পরমাণুকেন্দ্রে আকাশপথে হামলা চালিয়েছিল আমেরিকা। ইরানে হামলার পর ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, "ফোরডো শেষ!" ফোরডো হল ইরানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পরমাণুকেন্দ্র। ইরানের তরফে অবশ্য দাবি করা হয়, জনগণ নিরাপদে রয়েছে। পরমাণুকেন্দ্রগুলি থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হচ্ছে না।

আজ ত্রিপুরায় রাজভাষা সম্মেলন, থাকবেন অমিত শাহ

দাসত্বের শিকল ছিড়ে বের হতে হিন্দি সহ আঞ্চলিক ভাষায় জোর

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। পূর্ব, পূর্বোত্তর ও উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে যৌথ আঞ্চলিক রাজভাষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরায়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাজে হিন্দির ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ ও রাজভাষা নীতির বাস্তবায়ন পর্যালোচনার লক্ষ্যে আগামীকাল ২০ ফেব্রুয়ারী আগরতলায় হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। মূলত, ইংরেজির দাসত্বের শিকল ছিড়ে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যেই হিন্দি সহ আঞ্চলিক ভাষায় জোর দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাজভাষা বিভাগের সচিব। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাজভাষা বিভাগের সচিব অনসুলি আর্য্য আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রের রাজভাষা হিন্দি এবং লিপি দেবনাগরী। এই নীতির কার্য্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ২৬ জুন ১৯৭৫ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে রাজভাষা বিভাগ একটি স্বতন্ত্র দপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি অর্থবছরেই বিভাগ চারটি আঞ্চলিক

সম্মেলনের আয়োজন করে, যাতে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজভাষা নীতির অগ্রগতি মূল্যায়ন করা যায়। ২০২৫—২৬ অর্থবছরের প্রথম সম্মেলন ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আগরতলায় দ্বিতীয় এই যৌথ সম্মেলনে পূর্ব, পূর্বোত্তর ও উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। তিনি বলেন, সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ডসহ পূর্বাঞ্চল; অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ ও সিকিমসহ পূর্বোত্তরাঞ্চল এবং উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখসহ উত্তরাঞ্চলের কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর, ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ৩০০০ উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। তিনি জানান, আগামীকাল ২০ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে সম্মেলনের উদ্বোধন হবে। রাজভাষা বাস্তবায়নে উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তর, ব্যাংক ও সংস্থাকে পুরস্কৃত করা হবে। পাশাপাশি সেরা কাজের স্বীকৃতি হিসেবে নির্বাচিত নগর রাজভাষা কার্য্যনির্বাহী সমিতিগুলিকে 'নারাকাস রাজভাষা সম্মান' প্রদান করা হবে। তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মোট ৮০টি পুরস্কার দেওয়া হবে, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, উদ্বোধনী অধিবেশনে রাজভাষা বিভাগের প্রকাশনা রাজভাষা ভারতী-র পূর্বোত্তর বিশেষ সংখ্যা উন্মোচন করা হবে। একই সঙ্গে 'ভারতীয় ভাষা ও রাজভাষা হিন্দি --- কালজয়ী কৃতি' এবং 'অমৃতবাণী সংস্কৃতের প্রেরণাদায়ী শ্লোক' শীর্ষক গ্রন্থও প্রকাশ করা হবে। তিনি জানিয়েছেন, দেশের ভাষাগত ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে বই প্রকাশকে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র উদ্যোগে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতে বহুভাষিক অনুবাদ ব্যবস্থা 'ভারতী'ও উন্নত করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হিন্দি ও সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ভাষার মধ্যে দূরত্ব কমানো এবং আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার বাড়ানো। তিনি জানান, সম্মেলনস্থলে বিভিন্ন ব্যাংক, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রদর্শনী স্টল থাকবে, যেখানে রাজভাষা সংক্রান্ত নতুন উদ্যোগ তুলে ধরা হবে। আধিকারিকদের সুস্থ জীবনযাপন উৎসাহিত করতে একই দিনে বিকেল ৪টা থেকে আন্তর্জাতিক ইনডোর এক্সিবিশন সেন্টার হাপানিয়ায় যোগ সেশন আয়োজন করা হয়েছে। এতে সহজ যোগাসন, প্রণায়াম ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করানো হবে। তিনি জানিয়েছেন, রাজভাষা হিন্দি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হলেও ভারতের বহুভাষিক ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়েই অন্তর্ভুক্তিমূলক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজভাষা নীতির সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি।

বন আধিকারিকের দপ্তরের সামনে ধর্না, সমাধান না হলে জাতীয় সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি বিশালগড়ে

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। বৈধ কাগজপত্র ও ক্যারিং লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও বালির ভাইটাল না পাওয়ার অভিযোগে বৃহস্পতিবার বিশালগড়ে বন দপ্তরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হলেন গাড়িচালক ও বালিঘাটে কর্মরত শ্রমিকরা। এদিন দুপুর প্রায় বারোটার সময় তারা বিশালগড় জাঙ্গালিয়ায় মহকুমা বন আধিকারিক ঈশান লাল-এর দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, গত ছয় মাস ধরে তাদের বালির ভাইটাল দেওয়া হচ্ছে না। অথচ তাদের গাড়ির সমস্ত বৈধ কাগজপত্র এবং ক্যারিং লাইসেন্স রয়েছে। ভাইটাল না পাওয়ায় বালু পরিবহণ বন্ধ হয়ে পড়েছে, ফলে পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন তারা। গাড়ির কিস্তি পরিশোধ করাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে বলে জানান চালকরা। তাদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বন দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে আবেদন জানানো হলেও কেবল আশ্বাস মিলেছে। দুই মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান হবে বলে জানানো হলেও বাস্তবে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে তারা বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব-এর কাছেও বিষয়টি তুলে ধরেন। বন দপ্তরের তরফে নাকি জানানো হয়েছে, বালিঘাটগুলির কাগজপত্র সংক্রান্ত সমস্যার কারণেই ভাইটাল ইস্যু করা যাচ্ছে না। তবে চালকদের বক্তব্য, ঘাটের কাগজপত্রের সমস্যা আমাদের বিষয় নয়। আমাদের গাড়ির সব কাগজ বৈধ। তা সত্ত্বেও কেন ভাইটাল দেওয়া হচ্ছে না? বিক্ষোভকারীরা জানান, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী শনিবার প্রায় ৪০০ পরিবার একত্রিত হয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করবেন। তাদের দাবি, ভাইটাল না দেওয়ার ফলে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন নির্মাণকাজও কার্য্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে। এদিন ধর্নার সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কোনও আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন না বলেও অভিযোগ করেন শ্রমিকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশালগড় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ভক্তিভরে পালিত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি, রাজ্যজুড়ে পূজা ও প্রার্থনা

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে আজ রাজ্যজুড়ে ভক্তিমূলক পরিবেশে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভোর থেকেই রামকৃষ্ণ দেবের বিভিন্ন আশ্রম ও মন্দিরে মঙ্গল আরতি, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও ভজন-সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে দিনটির শুভ সূচনা হয়। বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন-এর বিভিন্ন শাখায় ভক্তদের ব্যাপক সমাগম লক্ষ্য করা যায়। সকাল থেকে শুরু করে দিনভর চলে বিশেষ পূজা, হোম-যজ্ঞ ও প্রার্থনা সভা। ভক্তরা ঠাকুরের জীবনাদর্শ স্মরণ করে মানবসেবা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা পুনরুজ্জীবিত করার অঙ্গীকার করেন। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পালিত হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের

জন্মতিথি। এবছর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৯১তম জন্মতিথি ভক্তি ভরে শ্রদ্ধার সঙ্গে সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও পালিত হচ্ছে। আগরতলার ধলেশ্বরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনে আজ সকাল থেকেই পূজার্চনার মাধ্যমে ঠাকুরকে স্মরণ করা হয়।। ভক্তদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এদিন বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় আলোচনা সভা, গীতাপাঠ, ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন এবং প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী ও মানবকল্যাণমূলক চিন্তাধারার গুরুত্ব তুলে ধরেন। সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করাই এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

উদয়পুরে বাড়ছে চোরের উৎপাত, ক্ষতির শিকার জামজুরির দুই ব্যবসায়ী

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। *উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত জামজুরি বাজারে আবারও চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার ভোর রাতে কে বা কারা বাজারের দুটি দোকানে হানা দেয়। একটি গ্রিলের দোকান এবং অপরটি অটোমোবাইল পার্টসের দোকান। দোকান মালিকদের দাবি, দুর্বৃত্তরা তালা ও শিকল ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে নগদ ও মালপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। গ্রিলের দোকানের মালিক শিমুল ভৌমিক জানান, তার দোকান থেকে আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকার মালামাল চুরি হয়েছে। অন্যদিকে অটোমোবাইল পার্টসের দোকানের মালিক হরি শিলের ছেলে বলেন, তার দোকান থেকে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও তামার তার চুরি হয়েছে। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালে দোকান খুলতে এসে তারা দেখতে পান তালা ও শিকল ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।*

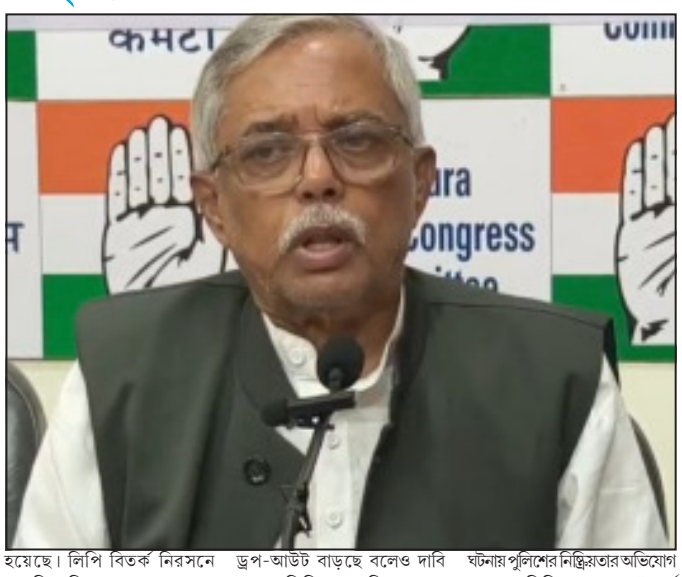

বিলোনিয়ায় ইটভাট্টায় দুর্ঘটনা, ইটের স্তূপ চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। *বিলোনিয়া মহকুমার দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় অবস্থিত জে বি আই ইটভাট্টায় বৃহস্পতিবার সকালে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ ভাট্টার চুলা থেকে ইট বের করার সময় আচমকা ইটের একটি স্তূপ ভেঙে পড়ে। এতে ইটের নিচে চাপা পড়েন শ্রমিক প্রকাশ মুন্ডা। সহকর্মীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত প্রকাশ মুন্ডার বাড়ি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মন্দার জেলায়। তার পিতার নাম বিল্লামি মুন্ডা বলে জানা গেছে। তিনি শ্রমিকের কাজ করতে বিলোনিয়ায় এসেছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এ ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।*

নগর পঞ্চায়েত বিতর্ক, ককবরক লিপি ইস্যু ও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সরব প্রদেশ কংগ্রেস

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের সাম্প্রতিক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তৃত বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। বিশ্রামগঞ্জে প্রস্তাবিত নগর পঞ্চায়েত গঠন, ককবরক ভাষার লিপি বিতর্ক, এডিসি-সংক্রান্ত অভিযোগ, শিক্ষা ও বনাধিকার ইস্যু থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসবকিছু নিয়েই রাজ্য সরকার ও শাসক জোটকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, বিশ্রামগঞ্জে নগর পঞ্চায়েত গঠনের বিষয়ে কংগ্রেস নীতিগতভাবে বিরোধী নয়। তবে এলাকা মিশ্র জনবসতিপূর্ণ এবং লাগোয়া এডিসি অঞ্চলের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ কমিশন গঠন করে সব অংশের মানুষের মতামত নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত কার্য্যকর করা উচিত ছিল। তিনি অভিযোগ করেন, ওয়ার্ড বিন্যাসের সিদ্ধান্তের পর তিপ্রা মথার শীর্ষ নেতৃত্ব জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নগর পঞ্চায়েত গঠনের বিরোধিতা করে এডিসি এলাকার ৩০ শতাংশ অন্তর্ভুক্তির দাবি তোলে। যদিও জেলা প্রশাসন জানায়, প্রস্তাবিত নগর পঞ্চায়েতে এডিসির কোনও এলাকা নেই এবং সংশ্লিষ্ট বিধায়ক ও এমডিসি বৈঠকে উপস্থিত থেকে সহমত পোষণ করেছিলেন। এই অবস্থানকে "দ্বিচারিতা" বলে কটাক্ষ করেন কংগ্রেস মুখপাত্র। এছাড়াও এদিন এডিসি এলাকায় জমি হস্তান্তর, বনাধিকার আইন সংশোধন এবং গ্রাম কমিটির ক্ষমতা হ্রাস প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রের সরকারকে দায়ী করেন। তাঁর অভিযোগ, এডিসিতে ক্ষমতাসীন তিপ্রা মথাও সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি বাতিল করে দেওয়ায় যথেচ্ছভাবে জমি হস্তান্তরের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, বহু মূল্যবান জমি শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে আইন মানা হয়নি। যদিও এসব অভিযোগের স্বপক্ষে তিনি নির্দিষ্ট সরকারি নথি পেশ করেননি।

কবরক লিপি বিতর্ক ও শিক্ষানীতি

ককবরক ভাষায় রোমান লিপি চালুর দাবিতে আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, পরীক্ষা মরসুমে এই ইস্যু তুলে ধরা ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্ত করছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ১৮৯৭ সালে দৌলত আহমেদ এবং ১৮৯৯ সালে রাধামোহন ঠাকুর (দেববর্মণ) ককবরক ব্যাকরণ রচনা করেন এবং দীর্ঘদিন বাংলা লিপিতেই তা চর্চিত

হয়েছে। লিপি বিতর্ক নিরসনে ভাষাবিদ পবিত্র সরকার-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিশনের মতামত ছিলবাংলা বা রোমান, কোনও লিপিই চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়; সিদ্ধান্ত আদিবাসী সমাজের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। তিনি অভিযোগ করেন, এডিসিতে ক্ষমতাসীন থাকার পরও সংশ্লিষ্ট দল ককবরক লিপি বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়নি। পাশাপাশি ২০২০ সালের নতুন শিক্ষানীতি ও স্কুল একত্রীকরণের ফলে পাহাড়ি এলাকায় স্কুল দূরে সরে যাওয়ায় ড্রপ-আউট বাড়ছে বলেও দাবি করেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে শাসক জোটের শরিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, দুর্নীতির অভিযোগ এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতির বিষয়েও সরব হন কংগ্রেস মুখপাত্র। তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং শরিক দলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেও তার কোনও কার্য্যকরী ফল দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ করে সাংবাদিকদের উপর হামলা, আদালত প্রাঙ্গণে হুমকি, সংবাদপত্র সম্পাদকদের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ ও জাতীয় সড়ক অবরোধের ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন তিনি। গণতন্ত্রের "চতুর্থ স্তম্ভ"-এর স্বাধীনতা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান প্রবীর চক্রবর্তী। সমগ্র পরিস্থিতিতে আদিবাসী সমাজের তরুণ প্রজন্ম ও শান্তিকামী রাজ্যবাসীর কাছে বিষয়গুলি বিবেচনা করে ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবেদন জানান তিনি। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের ওপর জোর দেন। উল্লেখ্য, উত্থাপিত অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দল বা সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ফের উত্তপ্ত দক্ষিণ জয়পুর, উচ্ছেদকৃত ১৯ পরিবারের জমিতে জল ছাড়ার অভিযোগ, চরম ক্ষোভ

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। দক্ষিণ জয়পুর এলাকায় উচ্ছেদ হওয়া ১৯টি পরিবারের জমিতে জল ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে। পুনর্বাসনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনরত এই পরিবারগুলির অভিযোগ, তাঁদের আরও সমস্যায় ফেলতেই পরিকল্পিতভাবে জমিতে জল ছাড়া হয়েছে। জানা গেছে, উচ্ছেদের পর থেকেই পরিবারগুলি পুনর্বাসনের দাবিতে সরকারের দ্বারস্থ হয়ে আসছেন। একাধিকবার লিখিত আবেদন ও দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাদের। বাধ্য হয়ে স্থায়ী বাসস্থানের দাবিতে আন্দোলনেও সামিল হন তারা। পরিবারগুলির দাবি, পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় শেষপর্যন্ত তারা দক্ষিণ জয়পুর এলাকায় সরকারের একটি খালি জায়গায় গিয়ে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নেন গতকাল। কিন্তু সেখানেও নতুন করে জমিতে জল ছেড়ে দেওয়ার ঘটনায় চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন তারা। এতে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে এবং বসবাস আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন।

কৈলাসহর এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনা, অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। কৈলাসহর বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশের একটি প্রিজনার ভ্যানের সঙ্গে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের রাজ্য সভাপতি উত্তম দের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রিজনার ভ্যানটির নম্বর ছিল টিআর-০১-এন-১০২৬ এবং উত্তম দে-র গাড়ির নম্বর টিআর-০২-জে-০৩৬৪। উত্তম দে তাঁর ছেলেকে নিয়ে কৈলাসহরের ডি কে রোড থেকে এয়ারপোর্ট সংলগ্ন রাস্তায় দিয়ে আসছিলেন। সেই সময় পূর্ব দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা পুলিশের প্রিজনার ভ্যানটি তাঁর গাড়িতে সজোরে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় উত্তম দে-র গাড়ির সামনের অংশ সম্পূর্ণভাবে দুমড়েমুচড়ে যায়। তবে সৌভাগ্যক্রমে গাড়িতে থাকা উত্তম দে ও তাঁর ছেলে দু'জনেই অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। ঘটনার পর উত্তম দে অভিযোগ করেন, তিনি ডি কে রোড থেকে বের হওয়ার সময় পুলিশের গাড়িটিই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁর গাড়িতে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার খবর সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসহর থানা-য় জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তদন্ত শুরু করে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

বারখলা গ্রামে পুলিশের অভিযান, বোলেরো গাড়ি সহ চারটি ড্রামে ১৩৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার , আটক এক, চালক পলাতক

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) সকাল প্রায় ১১টা ৪৫ মিনিটে বারখলা গ্রামে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানের সময় টিআর০১ত্তডি ত্ত৩৪৩২ নাম্বারের একটি বোলেরো গাড়ি আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গাড়িটি তল্লাশি করে চারটি প্লাস্টিক ড্রামে ভর্তি বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর এসআই অমরকিশোর দেববর্মা উদ্ধার হওয়া প্রায় ১৩৮ কেজি গাঁজা এবং সংশ্লিষ্ট গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেন।

ঘটনায় নলডেপা এলাকার বাসিন্দা রিপন মিয়া (১৮), পিতা বিল্লাল হোসেনকে আটক করা হয়েছে। তার বাড়ি যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত রিপন মিয়া এবং গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে গাড়ি আটক করার সময় চালক জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায় বলে পুলিশ জানিয়েছে। তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751